



# মিজোরাম বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি; বললেন ভারতকে এর সমৃদ্ধশালী মানব সংযোগকে ব্যবহারিক ও পরিকাঠামোগত সংযোগের সঙ্গে পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে

Posted On: 04 DEC 2017 11:49AM by PIB Kolkata

রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর ২০১৭) আইজলে মিজোরাম বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, মিজোরাম একটি পরিপক্ব ও সম্মানজনক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য উন্মোচনযোগ্য। মিজোরামের বিধানসভা হচ্ছে মিজোরামের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়া। মিজোরাম বিধানসভার ৪৫ বছরের ইতিহাস যে এর মসৃণ পরিচালনার জন্য খ্যাত হয়ে রয়েছে, তার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এর প্রশংসা করেন ও অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, এর সদস্যদের আচরণ ও অংশগ্রহণ উচ্চ গুণাবলীকেই প্রদর্শিত করে। আমাদের গণতন্ত্রের জন্য এবং এর জন্য কীভাবে একটি বিধানসভা পরিচালিত হওয়া উচিত, তার জন্য এই বিধানসভা একটি আদর্শ স্বরূপ।

মিজোরামের জনজীবনে যে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় রয়েছে তার প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী। এটা এই রাজ্যের সমৃদ্ধ সমাজেরও এক প্রতীক। ১৯৮৬ সালে যে মিজো সন্ধিচুক্তি হয়েছে, তার স্বাক্ষর, রূপায়ণ ও তার প্রতি আনুগত্য গোটা পৃথিবীর কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ। যে সন্ত্রাসের পরিবেশ মিজো সমাজের সঙ্গে দেশের বিভেদ তৈরি করে দিচ্ছিল, সেইসন্ত্রাসের পরিবেশকে যেভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে, তা এক অসাধারণ পদ্ধতি।

রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি সামাজিক গোষ্ঠী, গির্জা, গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণ, মহিলা সংগঠন এবং অন্যান্য অসরকারি সংস্থাগুলো একসঙ্গে মিলে মিজোরামের শান্তি ও উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি করেছেন। তিনি পু লালডেঙ্গার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের পাশাপাশি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পু লাল থানহাওলার প্রচেষ্টা ও ঔদ্যোগিক উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, এক্ষেত্রে মিজোরামের আরও এক বলিষ্ঠ নেতার নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন সম্মাননীয় ব্রিগেডিয়ার টি. সাইলা। মিজোরামের পাশাপাশি ভারতও এইদেশ নেতাদের কাছে ঋণী।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত আশ্চর্যময় একবৈচিত্র্যময় দেশ। আমাদের দেশে এমনকি আমাদের রাজ্যগুলোতেও আমরা জাতিগত ও ধর্মীয় বিভিন্নতার পাশাপাশি ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, প্রথাগত, পোশাক-আশাকের ভিন্নতা, খাবারের অভ্যাস, রন্ধনশৈলী ইত্যাদির নানা রূপ দেখতে পাই। এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে আমাদের শক্তি। এটাই আমাদের সবাইকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আমাদের ঐক্যের জন্য ও বিশ্বময়কর ভারতের জন্য অবদান রেখেছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, অর্থনৈতিক সংহতি এবং শিক্ষা অথবা কাজের জন্য এক স্থানের মানুষের অন্য স্থানে যাতায়াতের ফলে আমরা একে অপরের সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিত। উদাহরণ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, মিজোরামের নারী-পুরুষকে কেবলমাত্র আতিথেয়তা শিল্পে অথবা পুনের কোনো তথ্য-প্রযুক্তির কোম্পানিতে কাজ করতে দেখা যায়। তাঁরা সেখানে অবদান রাখেন, রোজগার করেন, তাঁদের পেশাদারিত্বের জন্য তাঁরা উন্মোচনযোগ্য হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা আমাদের বৈচিত্র্যময় সমাজে সাংস্কৃতিক সম্পদ যোগ করেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যোগাযোগই আমাদের দেশকে অনন্য করে তুলেছে। মিজোরামে এবং এর সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাকি অংশের ব্যবহারিক ও পরিকাঠামোগত সংযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সাংস্কৃতিক অভিন্নতার পাশাপাশি এক বহুমিশ্রিত ব্যবসায়িক অঞ্চল হিসেবে দেখা হয়ে আসছে। সেই প্রক্রিয়া ও অঞ্চলের ঠিক মাঝখানেই মিজোরামের অবস্থান। মিজোরামের ভৌগোলিক অবস্থান এর সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে উঠতে পারে এবং ভারত সরকার সেই লক্ষ্য সুনিশ্চিত করার জন্যই কাজ করছে।

(Release ID: 1511642) Visitor Counter : 4

